05 Jun 2008

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফেরাতে নানা উদ্যোগ

আড়াই মাসেই গতি ফিরেছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফেরাতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থবির হয়ে যাওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গত আড়াই মাসেই গতি ফিরেছে। বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহ্ দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হওয়াসহ নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে উপাচার্য হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রথম এ পদে দায়িত্ব পাওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থাকার সুবাদে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব কর্তৃপক্ষ ও সংস্থায় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশাসনের শেষ দিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, যা শিক্ষামন্ত্রণালয়সহ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর পর্যন্ত গড়ায়। ২৯-১১-২০০৭ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক পত্রের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগসহ সব নিয়োগ স্থগিতের নির্দেশ দেয়। পরে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর স্থগিত থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এ লক্ষ্যে তিনি নতুন নিয়োগ বোর্ড গঠন করে নিয়মানুযায়ী সিন্ডিকেটে অবহিতকরণের ব্যবস্থা নেন। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া আবার চালু করা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বর্তমান উপাচার্য দায়িত্বগ্রহণের পর পরই শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উল্লিখিত বন্ধ থাকা শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুসহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সর্বস্তরের শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দকে অনুরোধ জানান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ছিল ইন্টারনেট ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক চালুকরণ এবং নিজস্ব সার্ভার স্থাপন। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর পরই উপাচার্য তার প্রথম সপ্তাহের কর্মদিবসেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার ফলে নিজস্ব সার্ভার স্থাপন এবং ইন্টারনেট ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক চালুর প্রক্রিয়া সম্পন্নের পথে। এই নেটওয়ার্ক চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরে সহজেই ইন্টারনেট ব্যবহার চালু হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র পুরনো টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি কম সংখ্যক লাইন সংবলিত এবং নানা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ সহজীকরণে এই এক্সচেঞ্জটি পরিবর্তন ও লাইন সম্প্রসারণের দাবি ওঠে। উপাচার্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে গতিশীল একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে উপরোক্ত ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক ও নিজস্ব সার্ভার স্থাপনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ লাইনের একটি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের পদক্ষেপ নেন। ইতোমধ্যে এ ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে।

বিগত ভাইস চ্যান্সেলর ছুটিতে বিদেশে যাওয়ার আগ থেকেই টেন্ডারসহ গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে নানা অনিয়ম ও অসঙ্গতির খবর বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ অবস্থায় কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই সাবেক উপাচার্য ডিসেম্বর ২০০৭-এর প্রথমার্ধে ছুটিতে বিদেশে যান। সে সময় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ আড়াই কোটি টাকা অব্যয়িত থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

ফলে তা খরচের অভাবে সরকারের কোষাগারে ওই আড়াই কোটি টাকা ফেরত যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর তার প্রথম কর্মদিবসেই ওপরে বর্ণিত স্থগিত থাকা অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চালু করার পদক্ষেপ নেন। ফলে গত আড়াই মাসের মধ্যে নতুন প্রশাসনিক ভবন এবং ছাত্রী হলের দ্বিতীয় তলার কাজ এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, তৃতীয় একাডেমিক ভবন নির্মাণের প্রাথমিক কাজ সম্পন্নের পথে। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে আড়াই কোটি টাকার সরকারি বাজেটের বরাদ্দ অর্থ ফেরত যাওয়ার আশঙ্কা থেকে এখন মুক্ত। বর্তমান উপাচার্যের হস্তক্ষেপের কারণে চলতি এডিপিতে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়ায় আগামী অর্থ বছরের জন্য এডিপিতে সাত কোটি টাকা প্রাপ্যতার নিশ্চিত সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে আগামী অর্থ বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার জন্য সাত কোটি টাকার প্রস্তাবনা যথাসময়ের মধ্যে পেশ করা সম্ভব হয়েছে।

অতি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেন। সফরকালে উপাচার্য মহোদয় সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থ বরাদ্দ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বঞ্চিত পিছিয়ে থাকা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরে চেয়ারম্যানকে বোঝাতে সক্ষম হন। যে কারণে চেয়ারম্যান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আগামী অর্থ বছরসহ পরবর্তীতে বিশেষ বরাদ্দ এবং বিশেষ সহায়তার আশ্বাস দেন। তাছাড়া এই সফরকালে উপাচার্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গবেষণাসহ বিভিন্ন উন্নয়নে তার চিন্তা ও পদক্ষেপের কথা চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কালক্ষেপণের সময় নেই। অতীতে পিছিয়ে পড়া উন্নয়নকে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিতে উপাচার্য ইতোমধ্যে নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন প্রকল্পের মধ্যে থাকছে আরও একটি একাডেমিক ভবন, দুটি ছাত্র হল, একটি ছাত্রী হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, একলাকা সম্প্রসারণে নতুন করে জমি অধিগ্রহণ, অভ্যন্তরীণ সড়ক ও ভূমি উন্নয়ন প্রভৃতি। শিগগিরই এসব প্রকল্প যথাসময়ে পেশ করা হবে। এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে দাকোপ উপজেলা সদরের কাছে এক একর জমির ওপর এফএমআরটি ডিসিপ্লিনের ফিল্ড ল্যাব স্টেশন নির্মাণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রোটারি ক্লাবের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিগত প্রশাসনের দেয়া নিয়োগ পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনিয়মের খবর বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিলে বর্তমান উপাচার্য উচ্চ পর্যায়ের অভ্যন্তরীণ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। বিগত প্রশাসনের আমলে অহেতুক ও অন্যায়ভাবে বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা/শোকজ/তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে নানা অসন্তোষ দেখা দেয় এবং কাজের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে পড়ে। বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব নির্যাতন, অন্যায়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বর্তমান উপাচার্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবিক, মানসিক, সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে নির্দোষ ব্যক্তিদের ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বর্তমান উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশিষ্ট সব ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স ও পর্যায়ক্রমে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন।